সংবাদ

তারিখ ... 13 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৪...

সরকারি কলেজগুলোতে পুনর্গঠন কার্যক্রম

ওএসডি ও বদলি আতঙ্কে শিক্ষকরা

রাকিব উদ্দিন

রাজধানীসহ দেশের ২৫৩টি সরকারি কলেজে চলছে পুনর্গঠন কার্যক্রম। অদক্ষ শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে শুরু হয়েছে বদলি আতঙ্ক। পাশাপাশি দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকদের দেয়া হচ্ছে পদোন্নতি। দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকা অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ পদেও পদায়ন চলছে। শিক্ষকদের ঢাকামুখী প্রবণতা ঠেকাতে নেয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। চলতি মাসেই বিভিন্ন কলেজের ৬২ শিক্ষককে বদলি, ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে পদায়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সংশ্লিষ্টদের অভিযোগের ভিত্তিতে যেসব শিক্ষক অদক্ষ, পেশাগত দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেন, কলেজে ভালভাবে না পড়িয়ে কেবল প্রাইভেট টিউশন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজে দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেন এবং রাজধানীর কলেজে বদলি হওয়ার জন্য তদবির নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ ওএসডি করার জন্যও তালিকা প্রণয়ন করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদ'কে জানান, বিভিন্ন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের সুপারিশ নিয়ে প্রতিদিন সরকারি কলেজের গড়ে ৫০ জন শিক্ষক নিজ নিজ পছন্দের কলেজে বদলি হতে মাউশিতে ভিড় জমাচ্ছেন। এই ধরনের বদলির চাপে মাউশি'র কলেজ শাখার কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলেও তিনি জানান। মাউশি'র পরিচালক (কলেজ) অধ্যাপক দীপক কুমার নাগ গতকাল সংবাদ'কে বলেন, আমাদের কাছে নিয়মিত কলেজ শিক্ষকরা বদলির তদবির নিয়ে আসছেন। শিক্ষকদের বদলির ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিচ্ছে বলেও তিনি জানান।

চলতি মাসের ৩ তারিখে এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে রাজধানীর ইডেন কলেজের একজন শিক্ষককে ওএসডি এবং তিনজনকে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অধ্যাপক ফাতিমা সুরাইয়া ওএসডি, সহযোগী অধ্যাপক সুজিত নারায়ণ কোঙরকে দিনাজপুরের ফুলবাড়িয়া সরকারি কলেজে, সহযোগী অধ্যাপক রাশিদা আখন্দকে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে এবং সহকারী আতঙ্কে : পৃষ্ঠা : ১২ ক : ৪

আতঙ্কে : শিক্ষকরা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক মো. আবু সাঈদ মোল্লাকে নাটোরের আব্দুল্লাহপুর সরকারি কলেজে বদলি করা হয়েছে। ইডেন কলেজে আরও কয়েকজন শিক্ষককে শিগগিরই শাস্তিস্বরূপ বদলি ও ওএসডি করা হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

কয়েকদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দপ্তরে গিয়ে দেখা যায়, নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের দুজন শিক্ষক একটি মন্ত্রণালয়ের এক সচিবের সুপারিশ নিয়ে ঢাকার কোন একটি কলেজে বদলি হয়ে আসার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী তাদেরকে জানান, নিয়মনীতি উপেক্ষা করে এবং অযথা কাউকে বদলি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সব শিক্ষকই রাজধানীতে বদলি হয়ে আসতে চাচ্ছে। শিক্ষকদের ইচ্ছেমতো বদলি করা হলে সরকারি কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে শিক্ষামন্ত্রী তখন মন্তব্য করেন।

এদিকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেয়ায় চলতি মাসের ৯ তারিখে এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে ১৫ জন অধ্যাপককে অধ্যক্ষের পদে পদায়ন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে নোয়াখালী সরকারি কলেজের অধ্যাপক স্বপন চন্দ্র রায়কে হাতিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এবং একই কলেজের অধ্যাপক সাহা স্বপন কুমারকে কুমিল্লা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ইন্দু ভূষণ ভৌমিককে একই কলেজের অধ্যক্ষ, বগুড়ার সরকারি আযিযুল হক কলেজের অধ্যাপক এএনএম মাহবুবুর রহমান ভূঞাকে নেত্রকোনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক রওশন জাহানকে একই কলেজের অধ্যক্ষ, রংপুরের কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মান্নান সরকারকে রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ, পাবনার সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক মো. মোজাম্মেল হককে নাটোরের রানী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ, পিরোজপুরের সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের উপাধ্যক্ষ রেনু সুলতানাকে একই কলেজের অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ ড. দিলারা বেগমকে একই কলেজের অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যাপক মো. আবু হানিফ সরকারকে পিরোজপুরের সরকারি ভান্ডারিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, চট্টগ্রামের সরকারি কমার্স কলেজের অধ্যাপক মো. আবদুল মান্নান খানকে কুমিল্লার গৌরিপুর মুন্সি ফজলুর রহমান সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, জয়পুরহাটের মহীপুর হাজী মহসীন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র রায়কে নীলফামারীর চিলাহাটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, নোয়াখালী সরকারি কলেজের অধ্যাপক মো. ওবায়েদ উল্লাহকে একই জেলার সরকারি চাটখিল পাঁচগাও মাহবুব কলেজের অধ্যক্ষ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উৎপাদন নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আবু হায়দার আহমেদকে গাজীপুরের ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এবং চট্টগ্রামের সরকারি সিটি কলেজের অধ্যাপক উৎপল কান্তি বৈদ্যকে ফেনী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ করা হয়েছে। আর ঝিনাইদহের শৈলকুপা সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. শফিকুর রহমানকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ৯ জুন আরও দুটি সরকারি প্রজ্ঞাপনে বিভিন্ন কলেজের ৩৫ জন শিক্ষককে বিভিন্ন কলেজে বদলি, ওএসডি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থায় (প্রেষণে) বদলি করা হয়েছে। একই দিনে আরেকটি প্রজ্ঞাপনে ৬ জন সহযোগী অধ্যাপককে বিভিন্ন কলেজের উপাধ্যক্ষ এবং একজন অধ্যক্ষকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদ'কে জানান, সব জেলার সরকারি কলেজের শিক্ষকরা যেকোন মূল্যে ঢাকার কলেজগুলোতে বদলি হয়ে আসতে চাচ্ছে। রাজধানীতে বদলি হওয়ার জন্য তারা বিভিন্নভাবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। এতে কলেজগুলোতে শিক্ষাদানের স্বাভাবিক পরিবেশের বিঘ্ন ঘটছে। রাজধানীর ভাল কলেজে বদলি হওয়ার জন্য তারা সংশ্লিষ্টদের ১ থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে চাচ্ছেন। শিক্ষকদের এ ধরনের অনৈতিক তৎপরতা ঠেকাতেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। যারাই বদলি বা পদোন্নতির জন্য তদবির করবে, তাদের বিরুদ্ধে উল্টো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।